৪৭তম বিসিএস লিখিত কোর্স

বাংলা

লেকচার: ০৫

টপিক:

- ✓ কাজী নজরুল ইসলাম
- ✓ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ✓ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy
একটি উদ্যম-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

১। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য লিখুন। [৪৬তম বিসিএস]

২। 'বিদ্রোহী' কবিতায় পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যবহারের বিশেষত্ব লিখুন। [৪৫তম বিসিএস]

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণকাহিনিভিত্তিক তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]

৪। কাজী নজরুল ইসলামের 'রিক্তের বেদন', 'যুগবাণী' ও 'চক্রবাক' কী জাতীয় গ্রন্থ? [৪৪তম বিসিএস]

৫। একুশ শতকের বাংলাদেশে নজরুল পাঠের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস]

৬। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কবি-লেখকদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন। [৪৩তম বিসিএস]

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি রূপক-সাংকেতিক নাটকের নাম লিখুন। [৪১তম বিসিএস]

৮। কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতায় মিথের ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোকপাত করুন। [৪১তম বিসিএস]

(ঘ) ভোট গণনা: (প্রক্রিয়া)

√ আমার: ভোট হবে

√ বিষয়য় মূল সূত্র

(গ) দলনিরপেক্ষ হলে

ঘ) ভোটার অনেকটি জনগণ

ঘ তত্ত্ব ও উপায়ের প্রয়োগ চলে

(ঙ) দল মেধা এবং আকাঙ্ক্ষা মেটায়

√

৭) কারণ | মহাদেশের বাঁচে

ক ★

খ ২) একুশটি

গ একটি

ঘ একাধিক

W

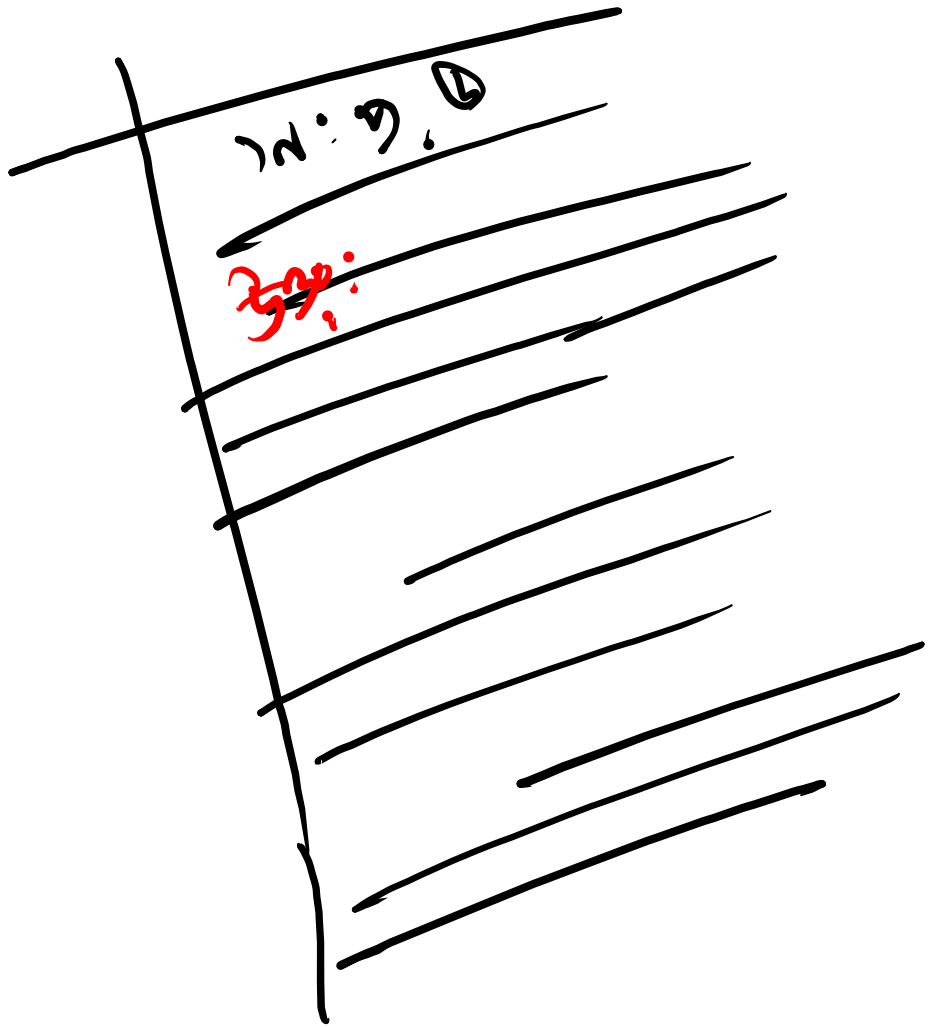

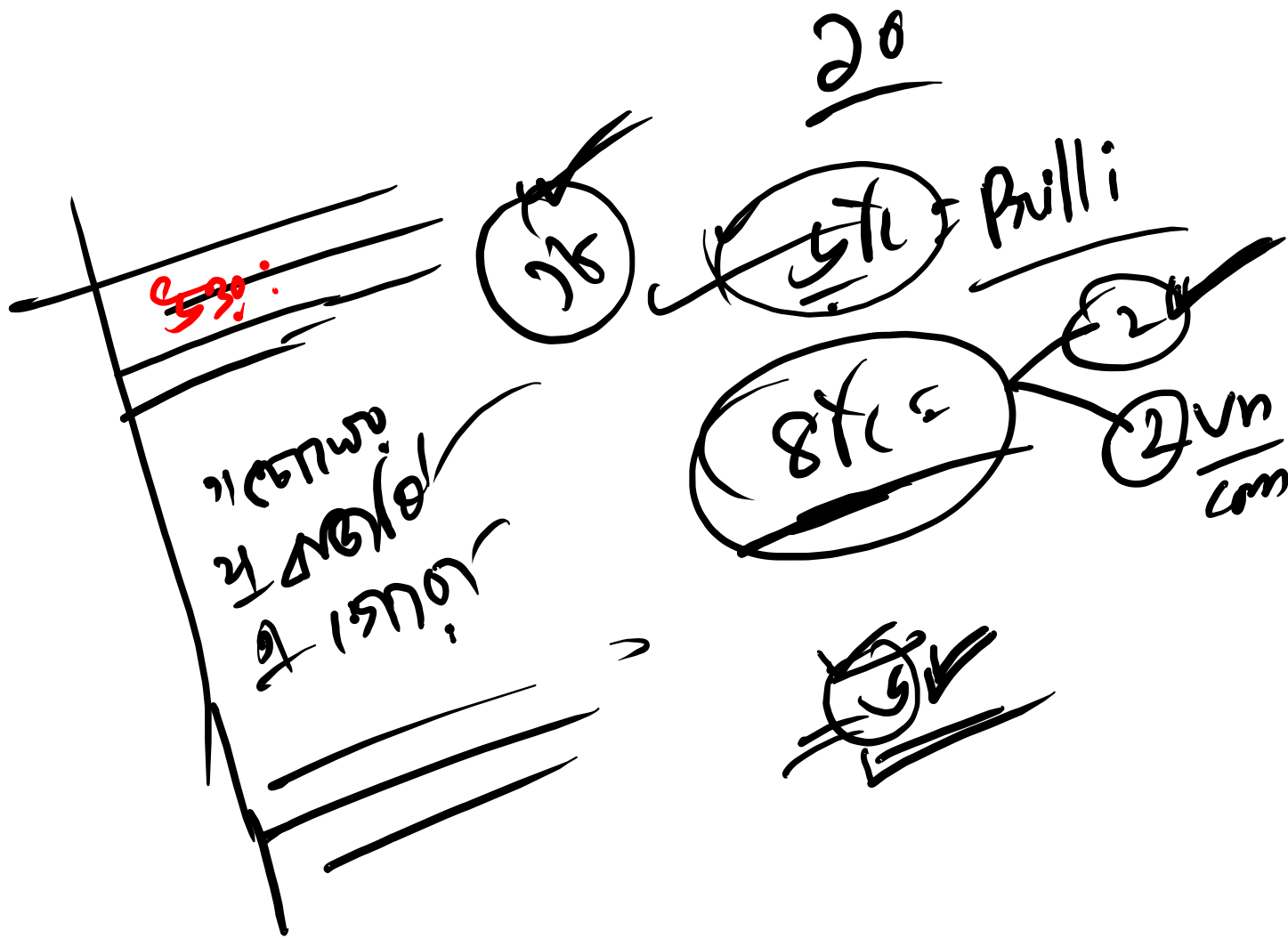

Bulli

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

ক) কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন। [৩৮তম বিসিএস]

খ) কাজী নজরুল ইসলামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'র মূল বক্তব্য কী? [৩৭তম বিসিএস]

গ) 'পোস্টমাস্টার' গল্পে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনটি কী? [৩৭তম বিসিএস]

ঘ) 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের রোহিণী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন। [৩৭তম বিসিএস]

ঙ) কাজী নজরুল ইসলামের ঔপন্যাসিক সত্তার পরিচয় দিন। [৩৬তম বিসিএস]

চ) রবীন্দ্র-ছোটগল্পভুক্ত তিনটি নারী চরিত্রের পরিচয় দিন। [৩৫তম বিসিএস]

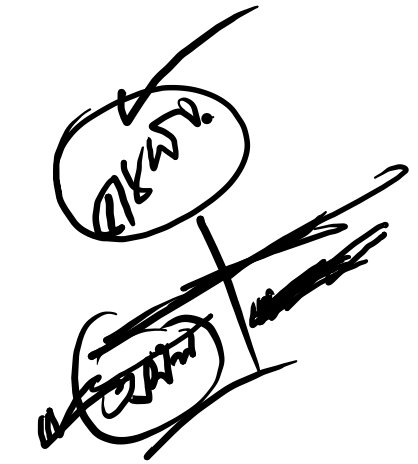

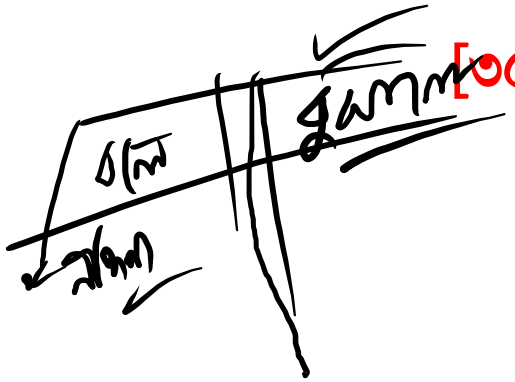

(২১) নভোমণ্ডল; উজ্জ্বলতম সূর্য

সমগ্র সৌরজগৎ

[illegible] / [illegible] / সুরগঙ্গা / [illegible]

ছায়াপথ

[illegible]

(২) [illegible]

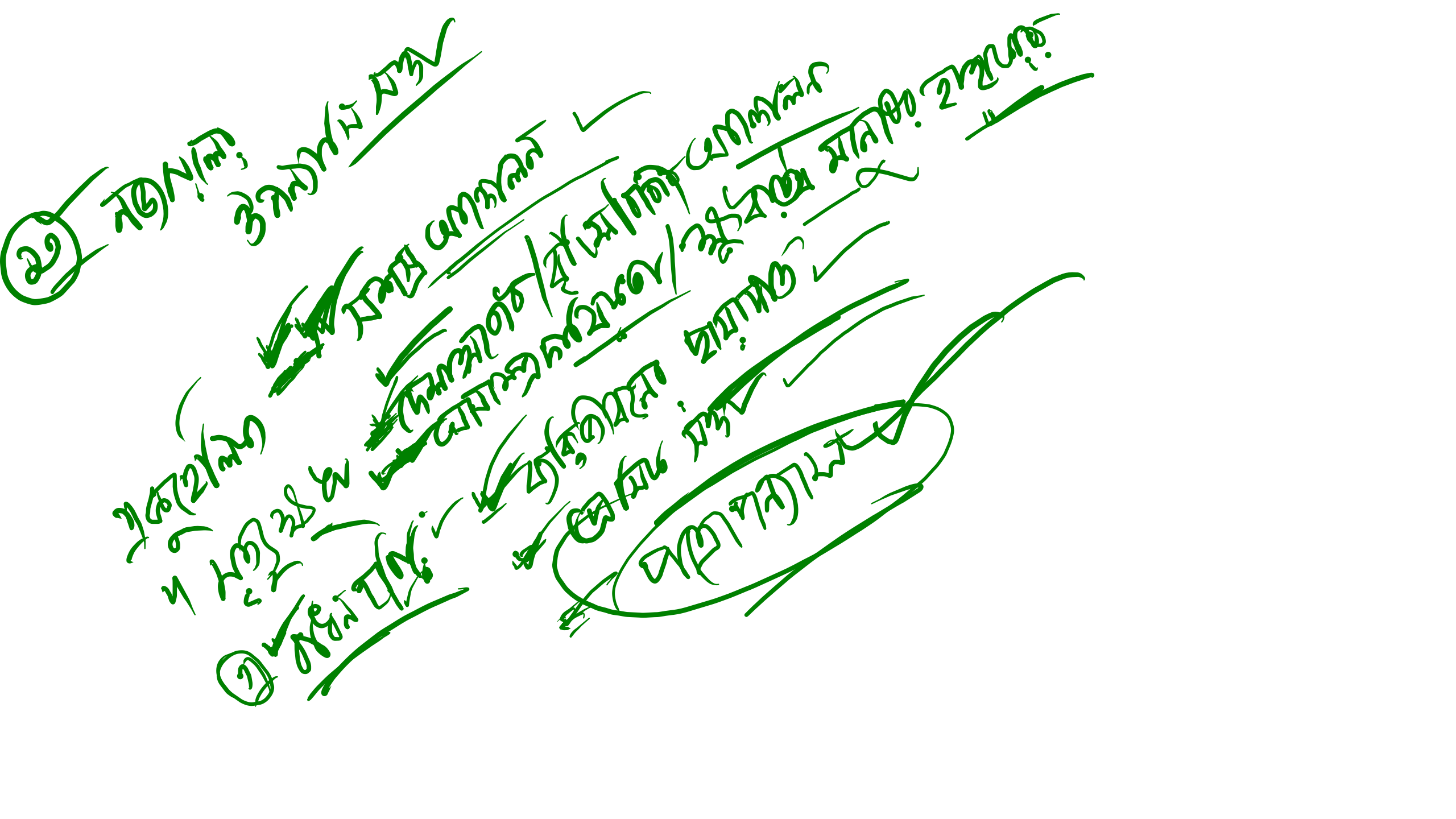

কাজী নজরুল ইসলাম

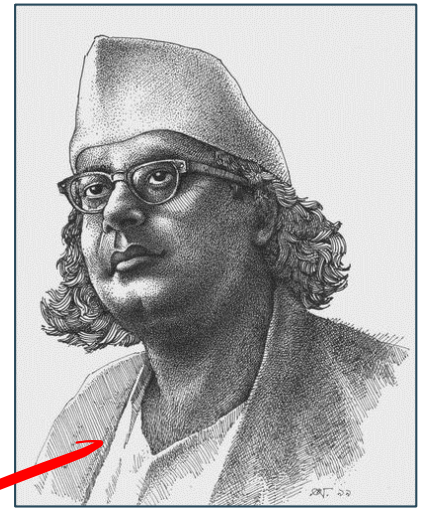

- **জন্ম:** ২৪ মে ১৮৯৯ খ্রি. (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে।
- **সমাধি:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গন।
- **জাতীয়তা:** বাংলাদেশী (১৯৭৬)।
- **কর্মজীবন (সেনাবাহিনী):** ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী, কার্যকাল (১৯১৭–১৯২০), পদমর্যাদা-হাবিলদার, ইউনিট-৪৯তম বেঙ্গল রেজিমেন্ট, যুদ্ধ/সংগ্রাম- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।
- **সম্পাদিত পত্রিকা:** দৈনিক নবযুগ (১৯২০), ধূমকেতু (১৯২২), লাঙ্গল (১৯২৫)।
- **পুরস্কার:** স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৭৭), একুশে পদক (১৯৭৬), পদ্মভূষণ (১৯৬০)।
- **মৃত্যু:** ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ (১২ ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) (বয়স ৭৭) ঢাকা, বাংলাদেশ।
- তাকে ১৯৭২ সালের ৪ মে থেকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে ২রা জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। উল্লেখ্য, তাকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়।

কাজী নজরুল ইসলাম

বিদ্রোহ	প্রেম	ধর্ম
➢ ১ বছর জেল (আনন্দময়ীর আগমনে কবিতা) ➢ ৬ মাস জেল (প্রলয়শিখা কাব্যগ্রন্থ) ➢ ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর! ➢ আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন ..... আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন! ➢ দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে। ➢ আমি ভরা তরী করি ভরাডুবি।	➢ সৈয়দা খাতুন (প্রথম স্ত্রী) ➢ আশালতা (দুলি/দোলন/প্রমিলা- ২য় স্ত্রী) ➢ ফজিলতুন্নেছা (বন্ধুর বোন), সঞ্চিতা। ➢ শামসুন্নাহার (বন্ধুর বোন), সিন্ধু হিন্দোল ➢ মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য্য। ➢ আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণু, তন্বী-নয়নে বহ্নি। ➢ আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-করে দেখা অনুখন, আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তা'র কাঁকন-চুড়ির কন-কন!	➢ গজলের জনক ➢ মরুভাস্কর কাব্য ➢ মসজিদের পাশে কবর ➢ কৃষ্ণ মোহাম্মদ (ছেলে) ➢ অরিন্দম খালেদ (ছেলে) ➢ আশালতা (স্ত্রী) ➢ শ্যামা সংগীত

কাজী নজরুল ইসলাম

✓

নজরুল কাব্যগ্রন্থ সমূহ

কাব্যগ্রন্থ	
➢ সাম্যবাদী	➢ ঝড়
➢ সন্ধ্যা	➢ প্রলয়শিখা (নিষিদ্ধ)
➢ ছায়ানট	➢ পুবের হাওয়া
➢ অগ্নিবীণা (১ম)	➢ সিন্ধু হিন্দোল
➢ বিষের বাঁশি (নিষিদ্ধ)	➢ নতুন চাঁদ (শেষ)
➢ ভাঙ্গার গান (নিষিদ্ধ)	➢ সর্বহারা
➢ সঞ্চিতা	➢ চক্রবাক
➢ দোলনচাঁপা	➢ জিঞ্জির
➢ ঝিঙেফুল	➢ ফণি-মনসা
➢ রাঙাজবা	➢ চিত্তনামা
	➢ মরুভাস্কর

বিখ্যাত কবিতাসমূহ

- **মুক্তি** (নজরুলের প্রথম কবিতা)

অগ্নিবীণা
- ০১) প্রলয়োল্লাস
- ০২) বিদ্রোহী
- ০৩) রক্তাম্বর ধারিণী মা (নিষিদ্ধ)

সাম্যবাদী
- নারী
- কুলি মজুর
- মানুষ
- সাম্যবাদী

সন্ধ্যা
- জীবন বন্ধনা
- নতুনের গান/রণসংগীত

- ওমর ফারুক (জিঞ্জির)

- আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে (দোলন চাঁপা)
- কাণ্ডারী হুশিয়ার (সর্বহারা)
- লিচু চোর
- খুকি ও কাঠবেড়ালি
- সাহেব ও মোসাহেব
- সংকল্প
- আনন্দময়ীর আগমনে
- আমার কৈফিয়ৎ
- কারার ঐ লৌহকপাট
- দারিদ্র্য (সিন্ধু-হিন্দোল)
- পূজারিণী
- খেয়াপারের তরণী
- বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম

বাউণ্ডলের আত্মকাহিনী (১৯১৯)	প্রথম প্রকাশিত গল্প
ব্যথার দান (১৯২২)	প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ
মুক্তি (১৯১৯)	প্রথম প্রকাশিত কবিতা
অগ্নিবীণা (১৯২২)	প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ
তুর্কি মহিলার ঘোমটা খোলা (১৯১৯)	প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ
যুগবাণী (১৯২২)	প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ
বাঁধনহারা (১৯২৭)	প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস
ঝিলিমিলি (১৯২৭)	প্রথম প্রকাশিত নাটক
ঝিলিমিলি (১৯৩০)	প্রথম প্রকাশিত নাট্যগ্রন্থ

নজরুলের নিষিদ্ধ গ্রন্থসমূহ

- ভাঙ্গার গান
- বিষের বাঁশি
- প্রলয় শিখা
- যুগবাণী
- চন্দ্রবিন্দু

নজরুলের নিষিদ্ধ কবিতা ৩টি

- রক্তাম্বর ধারিণী মা।
- আনন্দময়ীর আগমনে।
- আমার কৈফিয়ৎ।

➢ **আনন্দময়ীর আগমনে**

আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি-আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দৈবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, - আসবি কখন সর্বনাশী?
. . . . . .
"ময় ভুখা হুঁ"-মায়ি' বলে আয় এবার আনন্দময়ী,
কৈলাসতে গিরি-রানীর মা-দুলালি কন্যা অয়ি!

নজরুলের নিষিদ্ধ কবিতা ৩টি

আমার কৈফিয়ৎ

বন্ধুগো, আর বলিতে পারিনা, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে।
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাহা যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারিনা ত একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা,
. . . . . .
প্রার্থনা ক'রো-যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।

রক্তাম্বরধারিণী মা

শ্বেত শতদল-বাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বরধারিণী মা
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।

কাজী নজরুল ইসলাম এর কাব্যগ্রন্থ ও কবিতা

বিদ্রোহ প্রধান কাব্যগ্রন্থ ও কবিতা

অগ্নিবীণা	১. প্রলয়োল্লাস, ২. বিদ্রোহী, ৩. রক্তাম্বর ধারিণী মা, কামাল পাশা, খেয়াপারের তরণী, আনোয়ার, মোহররম।
সাম্যবাদী	সাম্যবাদী, নারী, মানুষ, কুলি-মজুর।
সর্বহারা	আমার কৈফিয়ৎ, কাণ্ডারি হুঁশিয়ার।
সন্ধ্যা	চল্ চল্ চল্, জীবনবন্দনা।
জিঞ্জির	ওমর ফারুক
বিষের বাঁশি	অভিশাপ।
ভাঙ্গার গান	
প্রলয় শিখা	
ফণি-মনসা	

➢ শিশুতোষ

ঝিঙেফুল	খুকি ও কাঠ বিড়ালি, লিচুচোর
সাত ভাই চম্পা	

➢ জীবনী গ্রন্থ

মরু ভাস্কর	
চিত্তনামা	
ঝড়	বিহারীলাল, হাফিজ, খালেদ, শরৎ চন্দ্র

প্রেম প্রধান কাব্যগ্রন্থ ও কবিতা

দোঁলন-চাপা	আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে
ছায়ানট	হাওয়া, বিদায় বেলায়, বিজয়িনী
পুবের হাওয়া	
সিন্ধু-হিন্দোল	সিন্ধু, দারিদ্র্য, গোপন প্রিয়া
চক্রবাক	বাতায়ন পাশে গুবাক-তরুর সারি, বাদল-রাতের পাখি, তোমারে পড়িছে মনে, তুমি মোরে ভুলিয়াছো।

কাজী নজরুল ইসলাম এর বিখ্যাত উক্তি

- ✓ ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশাখির ঝড়। - (প্রলয়োল্লাস)
- ✓ আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস, আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ। - (বিদ্রোহী)
- ✓ আমি বজ্র, ঈষাণ-বিষাণে ওঙ্কার। – (বিদ্রোহী)
- ✓ আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি – (বিদ্রোহী)
- ✓ "আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস
  মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।" (বিদ্রোহী)
- ✓ 'আমি ভরা তরী করি ভরাডুবি।' (বিদ্রেহী)
- ✓ আমি ধূর্জটি আমি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর। (বিদ্রোহী)
- ✓ বল বীর চির উন্নত মম শির। (বিদ্রোহী)
- ✓ "মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য"। (বিদ্রোহী)
- ✓ 'আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি'। (বিদ্রোহী)
- ✓ কাণ্ডারি এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা, দাঁড়ি মুখে সারিগান-লা শরিক আল্লাহ। – (খেয়াপারের তরণী)
- ✓ 'নীলসিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া/ আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।/ কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে/ সে-কাঁদানে আসু আনে সীমারের ছোরাতে।' – (মোহররম)
- ✓ "ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে" – (কামাল পাশা)

কাজী নজরুল ইসলাম এর বিখ্যাত উক্তি

- ✓ বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর। (নারী)
- ✓ দেখিনু সেদিন রেলে,
  কুলি বলে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিলে নিচে ফেলে! . . .
  আসিতেছে শুভদিন
  দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ! . . . - (কুলি-মজুর)
- ✓ কোথা চেঙ্গিস, গজনী-মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়? (মানুষ)
- ✓ 'আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু, আমার ক্ষুধার অন্ন তা' বলে বদ্ধ করোনি প্রভু" – (মানুষ)
- ✓ ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া-দ্বার! – (মানুষ)
- ✓ গাহি সাম্যের গান-
  মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান! – (মানুষ)
- ✓ গাহি সাম্যের গান-
  যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
  যেখানে মিশছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-ক্রীশ্চান। - (সাম্যবাদী)

কাজী নজরুল ইসলাম এর বিখ্যাত উক্তি

- ✓ কূপ-মণ্ডূক ‘অসংযমী’র আখ্যা দিয়াছে যারে,

  তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে। – (জীবন-বন্দনা)

- ✓ ‘গাহি তাহাদের গান-/ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।” (জীবন-বন্দনা)

- ✓ “তবুও থামে না যৌবন বেগ, জীবনের উল্লাস”- (জীবন-বন্দনা)

- ✓ “বর্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা, কূপ-মণ্ডূক ‘অসংযমী’র আখ্যা দিয়াছে যারে, - (জীবন-বন্দনা)

কাজী নজরুল ইসলাম এর বিখ্যাত উক্তি

- ✓ কাঁটাকুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা
  দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা – (দারিদ্র্য)
- ✓ দুর্গম গিরি কান্তার-মরু দুস্তর পারাবার – (কাণ্ডারী হুঁশিয়ার)
- ✓ দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে। . . . – (আমার কৈফিয়ৎ)
- ✓ রক্ত ঝরাতে পারিনা ত একা
  তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা, – (আমার কৈফিয়ৎ)
- ✓ জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াত খেলছে জুয়া
  ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া – (জাতের বজ্জাতি)

❑ কাব্যে নজরুলঃ

- **অগ্নিবীণাঃ** ১৯২২ সালে প্রকাশিত হওয়া নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্য গ্রন্থে মোট ১২টি কবিতা রয়েছে। প্রথম কবিতা প্রলয়োল্লাস, দ্বিতীয় কবিতা বিদ্রোহী। এই বিদ্রোহী কবিতাই নজরুলকে তুমুল জনপ্রিয়তা এনে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসনে বসায়। অন্যান্য কবিতা গুলোর মাঝে রক্তাম্বরধারিণী মা, ধূমকেতু, শাত-ইল-আরব, কামাল পাশা, খেয়াপারের তরণী ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নজরুল অগ্নিবীণা কাব্যটি বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করেন। উল্লেখ্য, অগ্নিবীণা কখনো নিষিদ্ধ হয়নি।

- **সাম্যবাদীঃ** নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ। প্রতিটি কবিতায় সাম্যের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। গণমানুষের মনে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেন নজরুল এই কাব্যের কারণে। এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলো হল: কুলি-মজুর, নারী, মানুষ, সাম্যবাদী ইত্যাদি।

কাজী নজরুল ইসলাম

দোলন-চাঁপাঃ এটি মূলত বিদ্রোহ প্রধান কাব্য এবং নজরুলের দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ। প্রথমে নিষিদ্ধ হলেও পরে সে আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। উল্লেখযোগ্য কবিতা হল: শিকল পরার গান, বন্দীর-বন্দনা, জাতের বজ্জাতি।

চক্রবাকঃ চক্রবাক মূলত প্রেম-প্রধান কাব্যগ্রন্থ। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে মোট ১৯টি কবিতার রয়েছে। এই কাব্যের প্রতিটি কবিতায় নজরুলের বেদনার ছবির পাশাপাশি প্রেমের অনুভূতি ও অতীত সুখের স্মৃতিচারণা দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলো হল: তোমাকে পরিছে মনে, বাদল রাতের পাখি, বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর-সারি, বর্ষা বিদায়, সাজিয়াছি বর, মৃত্যুর উৎসবে, মিলন মোহনায় ইত্যাদি।

মরু-ভাস্করঃ এটি মূলত জীবনী কাব্য। হযরত মুহম্মদ (সা.) এর জীবনী কাব্য। কাব্যটি ১৯৫১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। হযরত মুহম্মদ (সা.) এর জীবনী নিয়ে চারটি সর্গে মোট ১৮ টি কবিতা রয়েছে এতে। উল্লেখযোগ্য কবিতা- অনাগত, স্বপ্ন, সাক্কুস সদর, সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ, শাদী মোবারক, নও কাবা ইত্যাদি।

- **উপন্যাস ও নজরুলঃ** কাজী নজরুল ইসলাম উপন্যাস লিখেছিলেন মোট ৩টি। এগুলো হল: বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা ও কুহেলিকা। নজরুলের উপন্যাসে প্রেমিক, বিপ্লবী ও বিদ্রোহী, বেদনা কাতর নজরুল সত্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।

- **মৃত্যুক্ষুধাঃ** 'মৃত্যুক্ষুধা' কাজী নজরুল ইসলামের কালজয়ী উপন্যাস। এটি ১৯২৪ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। এটি একটি সামাজিক উপন্যাস যা নজরুলের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এই উপন্যাসের প্রধানচরিত্রগুলো হলো রুবি, প্যাঁকালে, আনসার, মোয়াজ্জেম, মেজ বৌ, পাঁচী, কুঁদুলী। উপন্যাসটির রচনাকালে সংঘটিত প্রথমবিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে সারাবিশ্বে মানুষের কাছে যে অর্থনৈতিক আগ্রাসন দেখা দেয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে দুঃখ, দুর্দশা, নৈতিক বিপর্যয়, স্বধর্মপ্রীতি লোপ, ধর্মান্তরপ্রথা, অর্থনৈতিক দীনতা, ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ, রোগ-শোক যেন চিরচেনা নিত্যসঙ্গী হয়। কৃষ্ণনগরের একটি বস্তিতে বাস করা দরিদ্র মুসলিম পরিবারের গল্প এটি। পরিবারটিতে অসুস্থ বৃদ্ধা মা, তিন বিধবা পুত্রবধূ এবং তাদের সন্তানরা রয়েছে। তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব এসে পড়ে আঠারো-উনিশ বছরের যুবক প্যাঁকালের উপর। উপন্যাসে নজরুলের দ্বৈতসত্তার প্রকাশ ঘটেছে প্যাঁকালে এবং আনসার চরিত্রের মধ্যে। একইসাথে মেজবউ ও রুবি চরিত্রটিও গুরুত্বপূর্ণ। মেজবউয়ের মুসলিম থেকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া এবং রুবি ও আনসারের প্রেম এবং পরবর্তীতে রুবির বিধবা হওয়ার ঘটনাও উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। সমাজের বিধিনিষেধ, নারীর প্রতি অবিচার এবং দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত মানুষের জীবন এই উপন্যাসের প্রধান বিষয়।

কাজী নজরুল ইসলাম

- **প্রবন্ধ ও নজরুলঃ** অগ্নিবীণার কাব্যিক বিপ্লবী নজরুল গদ্যের ইস্পাত কঠিন ভাষার গাঁথুনিতে এক অপরাজেয় শক্তি নিয়ে হাজির হয়েছেন প্রবন্ধে। কাব্যের বিদ্রোহী নজরুল যেন আরো শক্তিশালী ও তেজী-প্রবন্ধে। তাঁর যুগবাণী, দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর জবানবন্দি, ধূমকেতু ইত্যাদি প্রতিটি বই এক অসাধারণ গদ্যশিল্পীকেই আমাদের সামনে হাজির করে।

- **সঙ্গীত ও নজরুলঃ** এখন পর্যন্ত নজরুল গবেষকদের অনুমান যে, নজরুল রচিত গানের সংখ্যা ৬০০০ এর বেশি। এই কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় কারো নেই। নজরুলের গানে প্রেম, বিরহ, ধর্ম, বিপ্লব মিলেমিশে একাকার। গীতিকার নজরুলকে সন্ধান করলে বাংলা সাহিত্যে নজরুল গীতির এক মহাসমুদ্রই দৃশ্যমান হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

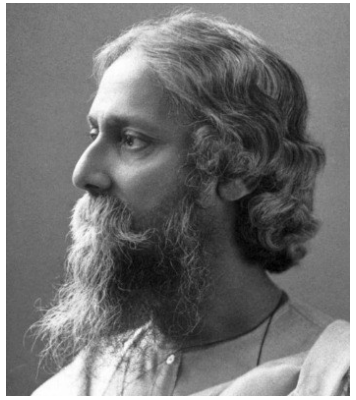

- **জন্ম** : ৭ মে ১৮৬১ (২৫ বৈশাখ ১২৬৮)।
- **পিতা** : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সাহিত্যিক)।
- **মাতা** : সারদা দেবী।
- **ভ্রাতা** : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কবি, সুরকার, চিত্রশিল্পী)।
  : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (লেখক ও ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগদানকারী প্রথম ভারতীয়)।
  : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (নাট্যকার, চিত্রশিল্পী ও কাদম্বরী দেবীর স্বামী)।
- **বোন** : স্বর্ণকুমারী দেবী (প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক)।
  : সোদামিনী দেবী (লেখিকা)।
- **স্ত্রী** : ভবতারিণী দেবী (মৃণালিনী)।
- **সন্তান** : ৫ জন।
- **ধর্ম** : ব্রাহ্ম।
- **স্কুলসমূহ** : নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী স্কুল এবং সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল।
- **প্রাপ্ত উপাধি** : গুরুদেব, কবিগুরু, বিশ্বকবি।
- **মৃত্যু** : ৭ আগস্ট ১৯৪১ (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ রবীন্দ্র পরিক্রমাঃ

- ১৯১৩ – গীতাঞ্জলির জন্য কবি নোবেল পুরস্কার পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি. লিট উপাধি দেয়।
- ১৯১৫ – ভারত সরকার কর্তৃক 'নাইট' উপাধি পান, যদিও ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায় এ উপাধি ত্যাগ করেন।
- ১৯২১ – কবি জগত্তারিণী পদক পান।
- ১৯৩৬ – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করেন।
- ১৯৪১ – ২৯ জুলাই কবি নিজের হাতে শেষ কবিতা 'দুঃখের আধার রাত্রি' লেখেন। ৩০ জুলাই মুখে মুখে বলে যান শেষ কবিতা 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছো আকীর্ণ করি'।
- ১৯৪১ – ৭ আগস্ট (২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে) ৮০ বছর বয়সে কবি মারা যান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- ৮ বছর বয়সে কবি প্রতিভার উন্মেষ।
- ১৩ বছর বয়সে প্রথম কবিতা প্রকাশ।
- ১৫ বছর বয়সে 'বনফুল' লিখেন।
- ১৭ বছর বয়সে 'কবি কাহিনী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ (১৮৭৮)।
- ১৭ বছর বয়সে ইংল্যান্ড গমন (য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র – ১৮৮১)।
- ১৯ বছর বয়সে 'বনফুল' প্রকাশ (১৮৮০)।
- ২২ বছর বয়সে কবির বিবাহ এর ফলে বৌদি কাদম্বরী দেবী ১৮৮৪ সালে আত্মহত্যা করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কিছু কথাঃ

- ঠাকুর পরিবারের আসল পদবি ছিল – কুশারী।
- কবির পূর্বপুরুষের আদি বসতি খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার পিঠাভোগ গ্রামে।
- রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবার্ষিক পালিত হয় – ২০১১ সালে।
- রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা – 'হিন্দু মেলার উপহার'।
- প্রথম গ্রন্থাগারে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ – 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮)।
- সম্পাদিত পত্রিকা – সাধনা, ভারতী, বঙ্গদর্শন, ভাণ্ডার, তত্ত্ববোধিনী।

❑ নারী ও রবীন্দ্রনাথ :

- ✓ অন্নপূর্ণা তড়খড়, নলিনী (মারাঠি কন্যা – কবির ইংরেজি শিক্ষক)
- ✓ কাদম্বরী দেবী (কবির বৌদি)
- ✓ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (আর্জেন্টাইন ঔপন্যাসিক)
- ✓ ইন্দিরা দেবী (কবির ভাতিজি ও প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলাদেশ ও প্রকৃতির সাথে কবির গভীর প্রেমের শিকড়

- কবির দাদি দিগম্বরী দেবীর বাড়ি যশোর।
- কবির মা/মামার বাড়ি খুলনা।
- কবির শ্বশুর বাড়ি খুলনা।
- বাংলাদেশের ৩ জেলায় জমিদারি।
- প্রায় ১২ বছর বসবাস করেছেন বাংলাদেশে।
- প্রতিষ্ঠা করেছেন স্কুল চিকিৎসালয়, কৃষি ব্যাংক (নোবেল পুরস্কারের টাকা দান করেছেন ব্যাংকে), এছাড়াও রাস্তাঘাট নির্মাণ ও কূপ, পুকুর খনন করেছেন।
- পূর্ব বঙ্গের কৃষির উন্নয়নের জন্য ছেলেকে এবং মেয়ে জামাইকে কৃষি বিষয়ে পড়িয়েছেন আমেরিকায়।

পূর্ব বাংলায় অবস্থানকালে রচিত বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম

- শিলাইদহ – সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালি, কল্পনা, ক্ষণিকা, কথা ও কাহিনী।
- পতিসরে – সন্ধ্যা, গোরা, ঘরে-বাইরে, দুই বিঘা জমি, তালগাছ, আমাদের ছোট গ্রাম (নাগর নদী)।
- সাহাজাদপুরে – ছুটি, পোস্টমাস্টার, সমাপ্তি, অতিথি, বিসর্জন, কল্পনা।

পূর্ব পুরুষদের আদিনিবাসও খুলনায়।

- বর্ধমান থেকে খুলনার পিঠাভোগে আসেন জগন্নাথ কুশারী এবং বিয়ে করেন খুলনায় এবং বসবাস করেন খুলনার দক্ষিণডিহি।
- খুলনা থেকে কলকাতার গোবিন্দপুরে যান - পঞ্চানন কুশারী/ঠাকুর (জগন্নাথের ভাইপো)।
- জোড়াসাঁকো, কলকাতা ঠাকুরবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন – নীলমণি ঠাকুর (পঞ্চানন ঠাকুরের নাতি)।
- জোড়াসাঁকো কলকাতা জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন – প্রিন্স দ্বারাকানাথ ঠাকুর (নীলমণি ঠাকুরের নাতি)।

কবির দেশ বাংলাদেশ ও ভারত
তাই মেনে নিতে পারেনি বঙ্গভঙ্গ

- বঙ্গভঙ্গ – ১৯০৫।
- জাতীয় সংগীত রচনা – ১৯০৫।
- জাতীয় সংগীত প্রকাশ – ১৯০৬ (পত্রিকার নাম বঙ্গদর্শন)।
- জাতীয় সংগীতের বিষয়বস্তু – বাংলার প্রকৃতি কথা।
- জাতীয় সংগীতের সুর – বাউল সুর।
- জাতীয় সংগীতের অনুকরণ – গগণ হরকরাকে।
- সংকলন করা হয়েছে – গীতবিতান গ্রন্থের স্বরবিতান অংশ থেকে।
- কয়টি দেশের জাতীয় সংগীত লিখেন – ৩টি দেশ।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে অন্যান্য রচনা – বাংলার মাটি বাংলার জল (গান)।
  – ঘরে বাইরে উপন্যাস।
  – রাখি বন্ধন প্রচলন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ সব্যসাচী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- ✓ চিত্রশিল্পী – ফ্রান্সে চিত্রকর্মের প্রদর্শনী, শেষ বয়সে প্রিয়ে (২৫০০ এর অধিক অঙ্কিত চিত্রাবলি)।
- ✓ অভিনেতা – ১৩টি নাটকে অভিনয় করেন।
- ✓ সাংবাদিক – ৫টি পত্রিকার সম্পাদক (সাধনা, ভারতী, বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধনী ও ভান্ডার)।
- ✓ অনুবাদক – বাংলায় টি. এ. এলিয়টের কবিতার প্রথম অনুবাদক।
- ✓ বিশ্ব পরিব্রাজক – ৫টি মহাদেশের ৩৩টিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করেছেন।
- ✓ গীতিকার ও সুরকার (গান – ২২৩২ টি: তিনটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা)
- ✓ ভাষাবিজ্ঞানী – শব্দতত্ত্ব, ছন্দ, বাংলা ভাষা পরিচয় প্রভৃতি রচনা করেন।
- ✓ শিক্ষাবিদ
- ✓ দার্শনিক
- ✓ ধর্মচিন্তাবিদ
- ✓ বিজ্ঞানী
- ✓ রাজনীতি সচেতন – কালান্তর, সভ্যতার সংকট, স্বদেশ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান

- কাব্যগ্রন্থ – ৫৬টি
- উপন্যাস – ১২টি
- চিঠিপত্রের বই – ১৩টি
- ছোটগল্প – ১১৯টি
- নাটক – ২৯টি
- কাব্যনাট্য – ১৯টি
- ভ্রমণকাহিনি – ৯টি
- গান – ২২৩২ টি
- চিত্রাবলি – ২৫০০ এর অধিক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাপ্ত উপাধি	যিনি/যারা প্রদান করেছেন
জীবনশিল্পী	অন্নদাশঙ্কর রায়
বিশ্বকবি	ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়
কবিগুরু	ক্ষিতিমোহন সেন
গুরুদেব	মহাত্মা গান্ধী

❑ ছদ্মনাম:

ভানুসিংহ ঠাকুর, অকপট চন্দ্র, দিকশূন্য ভট্টাচার্য, অন্নকালী পাকড়াশী, নবীন কিশোর শর্মণ, ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ উপন্যাস

উপন্যাস	প্রকাশকাল	তথ্য
বৌ-ঠাকুরাণীর হাট	১৮৮৩	রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাস। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য ও বাকলার জমিদার রামচন্দ্রের বিবাদকে উপজীব্য করে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। বৌ-ঠাকুরাণীর হাট অবলম্বনে রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি।
রাজর্ষি	১৮৮৭	ত্রিপুরার রাজপরিবারের ইতিহাস নিয়ে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। এ উপন্যাস অবলম্বনে বিসর্জন নাটকটি রচিত হয়। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: নক্ষত্র রায়, রঘুপতি, গোবিন্দমাণিক্য।
চোখের বালি	১৯০৩	বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: রাজলক্ষ্মী, বিনোদিনী, বিহারী, মহেন্দ্র, আশালতা, অন্নপূর্ণা।
নৌকাডুবি	১৯০৬	সামাজিক উপন্যাস। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: কমলা, নলিনাক্ষ, হেমনলিনী, রমেশ।

প্রশাসন	অর্থনৈতিক	সামাজিক শ্রেণী
১) রাজা [illegible]	(১) কৃষি (ক) [illegible]	* ব্রাহ্মণ
(২) [illegible]	(২) ব্যবসা: [illegible]	* ক্ষত্রিয়
	(৩) = [illegible]	* বৈশ্য
		* শূদ্র

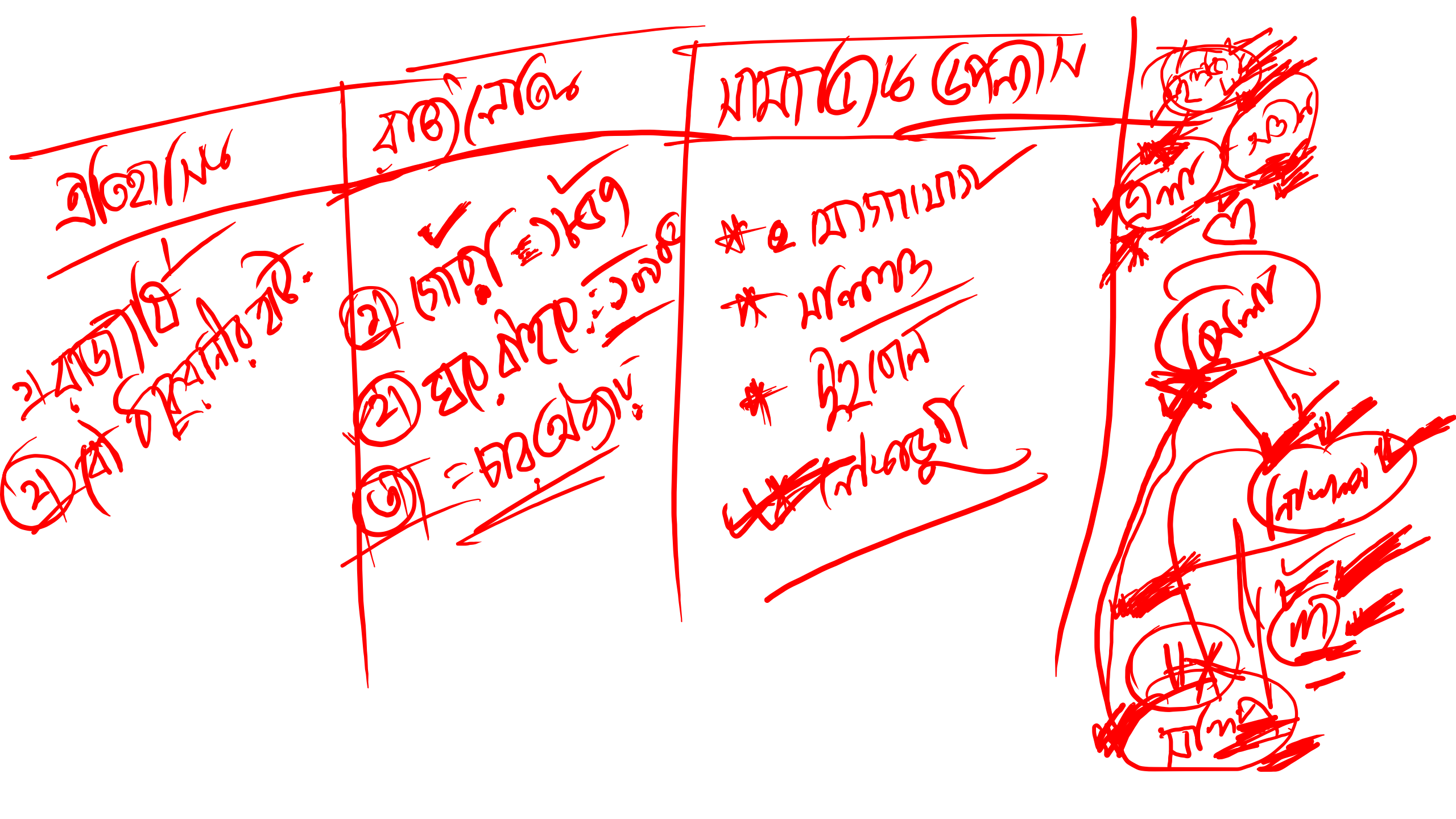

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপন্যাস	প্রকাশকাল	তথ্য
গোরা	১৯১০	মহাকাব্যিক উপন্যাস। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: গোরা, ললিতা, সুচরিতা, পরেশ বাবু, বিনয়।
ঘরে বাইরে	১৯১৬	রাজনৈতিক উপন্যাস। চলিত ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে এ উপন্যাসটি রচিত। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: বিমলা, নিখিলেশ, সন্দীপ।
চতুরঙ্গ	১৯১৬	সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। সাধুভাষায় লিখিত রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: দামিনী, শ্রীবিলাস, জ্যাঠামশাই, শচীশ।
চার অধ্যায়	১৯৩৪	রাজনৈতিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সশস্ত্র বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: অতীন, এলা, ইন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপন্যাস	প্রকাশকাল	বিস্তারিত তথ্য
যোগাযোগ	১৯২৯	সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: কুমুদিনী, মধুসূদন, বিপ্রদাস।
শেষের কবিতা	১৯২৯	রোমান্টিক-মনস্তাত্ত্বিক কাব্যিক উপন্যাস। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: লাবণ্য, কেতকী, শোভনলাল, অমিত।
মালঞ্চ	১৯৩৪	নর-নারীর জটিল সম্পর্ক নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত উপন্যাস। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: নীরজা, সরলা, আদিত্য, উর্মিমালা।
দুইবোন	১৯৩৩	উল্লেখযোগ্য চরিত্র: শশাঙ্ক, শর্মিলা, উর্মিলা।
করুণা	রচনা-১৮৭৭, প্রকাশ-১৯৬১	রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাসধর্মী রচনা। তাঁর জীবিত অবস্থায় এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।
প্রজাপতির নির্বন্ধ	রচনা -১৯০৮ প্রকাশ-১৯৬১	হাস্যরসাত্মক উপন্যাস। পরে চিরকুমার সভা নামে এই উপন্যাসের নাট্যরূপটি প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ কাব্যগ্রন্থঃ ৫৬টি

- ✓ সোনার তরী
- ✓ চিত্রা
- ✓ চৈতালি
- ✓ গীতাঞ্জলি
- ✓ বলাকা
- ✓ পূরবী
- ✓ মহুয়া
- ✓ কল্পনা
- ✓ ক্ষণিকা
- ✓ পুনশ্চ
- ✓ পত্রপুট
- ✓ সেঁজুতি
- ✓ ভগ্নহৃদয়
- ✓ শ্যামলী
- ✓ সঞ্চয়িতা
- ✓ শেষসপ্তক
- ✓ গল্পসল্প
- ✓ কথা ও কাহিনী
- ✓ সন্ধ্যাসংগীত
- ✓ গীতালী
- ✓ উৎসর্গ
- ✓ নবজাতক
- ✓ পরিশেষ
- ✓ মানসী
- ✓ গীতবিতান

❑ কাব্যগ্রন্থঃ ৫৬টি

- কবি-কাহিনী (১৮৭৮ খ্রি.): কবির প্রথম গ্রন্থ।
- বনফুল – দ্বিতীয় গ্রন্থ।
- গীতাঞ্জলি (প্রকাশকাল- ১৯১০ খ্রি.), কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ – The Song Offerings. এর ভূমিকা লেখেন W. B. Yeates। গ্রন্থটিতে ১৫৭টি কবিতা ও গান রয়েছে। ১০ নভেম্বর, ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।
- ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি : ব্রজবুলি ভাষায় রচিত।
- পুনশ্চ কাব্যটি থেকে গদ্যরীতিতে কবিতা লেখা শুরু করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- সোনার তরী মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত; কাব্যটি কবি বাংলাদেশের শিলাইদহে রচনা করেন।
- নৈবেদ্য কাব্যটি স্ত্রীর মৃত্যুকে উপলক্ষ করে রচনা করেন।
- বাংলার মাটি বাংলার জল : সনেট জাতীয় রচনা।
- রবীন্দ্রনাথ টি. এস. এলিয়টের কবিতার প্রথম বাংলা অনুবাদক।

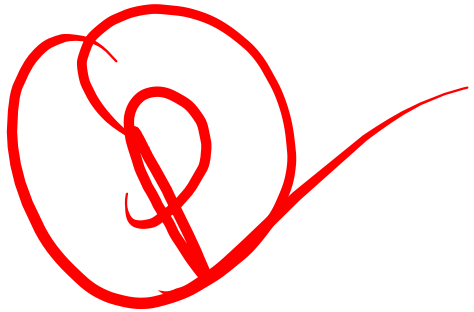

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ ছোটগল্প:

প্রেমের গল্প	সামাজিক গল্প	অতি প্রাকৃত গল্প	প্রকৃতি ও মানবসম্পর্কিত গল্প
শেষকথা	ছুটি	ক্ষুধিত পাষাণ	শুভা
সমাপ্তি	হৈমন্তী	কঙ্কাল	অতিথি
নষ্টনীড়	পোস্টমাস্টার	নিশীথে	আপদ
শেষের রাত্রি	কাবুলিওয়ালা	জীবিত ও মৃত	
মাল্যদান	ব্যবধান	মণিহারা	
পাত্র ও পাত্রী	দিদি	গুপ্তধন	

❑ ছোটগল্প:

প্রেমের গল্প	সামাজিক গল্প
মধ্যবর্তিনী	মেঘ ও রৌদ্র
প্রায়শ্চিত্ত	দেনা-পাওনা – বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প
একরাত্রি	পণরক্ষা
দৃষ্টিদান	কর্মফল
ল্যাবরেটরী	খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন
চতুরঙ্গ	মুসলমানীর গল্প

- রবীন্দ্রনাথকে বাংলা ছোটগল্পের জনক বলা হয়।
- প্রথম ছোটগল্প – ভিখারিনী।
- শেষ ছোটগল্প – ল্যাবরেটরি।
- দেনা-পাওনা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর উপন্যাস।

❑ ছোটগল্পের চরিত্র

ধরন	ছোটগল্প	চরিত্র	ধরন	ছোটগল্প	চরিত্র
প্রেম	রবিবার	অভীক	সামাজিক	দেনাপাওনা	নিরুপমা, রামসুন্দর
	নষ্টনীড়	চারুলতা, অমল, ভূপতি		পোস্টমাস্টার	রতন
	ল্যাবরেটরি	সোহিনী		হৈমন্তী	অপু, হৈমন্তী
	শাস্তি	চন্দরা		ছুটি	ফটিক
	সমাপ্তি	মৃন্ময়ী		কাবুলিওয়ালা	রহমত, খুকী
	একরাত্রি	সুরবালা		খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	রাইচরণ
	মধ্যবর্তিনী	নিবারণ, হরসুন্দরী, শৈলবালা		অপরিচিতা	অনুপম, কল্যাণী, হরিশ
অতিপ্রাকৃত	ক্ষুধিত পাষাণ	মেহের আলি, শা মামুদ		মুসলমানীর গল্প	মধুমোল্লা
	জীবিত ও মৃত	কাদম্বিনী		সুভা	সুভাষিণী (সুভা), বাণীকণ্ঠ
–	মুকুট	ঈশা খাঁ	–	সমস্যাপূরণ	অছিমদ্দি বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ নাটক

- ❑ প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪)
- ❑ বিসর্জন
- ❑ বৈকুণ্ঠের খাতা
- ❑ কাহিনী
- ❑ হাস্যকৌতুক
- ❑ ব্যঙ্গকৌতুক
- ❑ শারদোৎসব
- ❑ গুরু
- ❑ বসন্ত
- ❑ চিরকুমার সভা
- ❑ গৃহপ্রবেশ
- ❑ নটরাজ
- ❑ শেষ রক্ষা
- ❑ নবীন
- ❑ শ্যামা (১৯৩৯), নৃত্যনাট্য
- ❑ নলিনী
- ❑ মালঞ্চ
- ❑ গোড়ায় গলদ
- ❑ মালিনী
- ❑ মুকুট
- ❑ ফাল্গুনী
- ❑ অরূপরতন
- ❑ ঋণশোধ
- ❑ শোধবোধ
- ❑ শেষ বর্ষণ
- ❑ পরিত্রাণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- বাঁশরি
- শ্রাবণগাথা
- মুক্তির উপায়
- কালমৃগয়া
- রাজা ও রাণী (১৮৮৯)
- কালের যাত্রা
- মুক্তধারা (১৯২২)
- রক্তকরবী (১৯২৬)
- নটীর পূজা (১৯২৬)
- রুদ্রচণ্ড, (১৮৮১) কাব্যনাট্য
- চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), কাব্যনাট্য
- বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১), গীতিনাট্য
- মায়ার খেলা (১৮৮৮), গীতিনাট্য
- প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯)
- রাজা (১৯১০)
- অচলায়তন (১৯১১)
- ডাকঘর (১৯১২)
- তাসের দেশ (১৯৩৩)
- চণ্ডালিকা (১৯৩৩),
- চণ্ডালিকা (১৯৩৮), নৃত্যনাট্য

❑ প্রবন্ধ

- ❑ কালান্তর
- ❑ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম
- ❑ শিক্ষার মিলন
- ❑ সত্যের আহবান
- ❑ চরকা
- ❑ রায়তের কথা
- ❑ বৃহত্তর ভারত
- ❑ হিন্দু মুসলমান
- ❑ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
- ❑ রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত
- ❑ হিজলী ও চট্টগ্রাম
- ❑ প্রচলিত দণ্ডবিধি
- ❑ নারী
- ❑ দেশনায়ক
- ❑ মহাজাতি-সদন
- ❑ নবযুগ
- ❑ প্রলয়ের সৃষ্টি
- ❑ আরোগ্য
- ❑ সভ্যতার সংকট
- ❑ মানুষের ধর্ম
- ❑ পঞ্চভুত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ ভ্রমণ কাহিনি

- ✓ য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র
- ✓ রাশিয়ার চিঠি
- ✓ পারস্যে
- ✓ জাপান যাত্রী

❑ জীবনীমূলক

- ✓ জীবনস্মৃতি
- ✓ আমার ছেলেবেলা

❑ পত্র-সাহিত্য

- ✓ ছিন্নপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রচনা	যাকে উৎসর্গ করেন
বসন্ত	কাজী নজরুল ইসলাম
তাসের দেশ	নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে
কালের যাত্রা	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে
পূরবী	ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে ‘বিজয়া’ নামে
খেয়া	বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকে

❑ কাব্যগ্রন্থ

➢ সঞ্চয়িতা

রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি অমর কবিতার সংকলন হলো সঞ্চয়িতা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ কাব্যের সংকলনের কাজ করেন। এই কাব্যে সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা। কবিতাগুলো কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত। বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ হতে কবিতাগুলো সংকলিত হয়েছে। এই কাব্যের অন্তর্গত কবিতাগুলো হলো- ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি, সোনার তরী, মানসী, কড়ি ও কোমল, বিদায় অভিশাপ, চিত্রা, চৈতালি এবং আরও বিভিন্ন কাব্যের কবিতা।

গীতাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথ রচিত অন্যতম একটি কাব্যগ্রন্থ হলো ‘গীতাঞ্জলি’। এই কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ ‘Song Offerings’। এটি ইংরেজি ভাষায় গদ্যে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংকলনগ্রন্থ। ১৯১২ সালের শেষ দিকে লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক ১ম ‘Song Offerings’ প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালের ১০ নভেম্বর গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এ স্বীকৃতির ফলে রবীন্দ্র কবিপ্রতিভা বিশ্ব স্বীকৃতি অর্জন করে। ‘Song Offerings’ গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন খ্যাতনামা আইরিশ কবি ডব্লিউ বি ইয়েটস্ (উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলি/Song Offerings গ্রন্থটি তাঁকেই উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলির সবকটি কবিতা/গানগুলোর অনুবাদ করেননি। উক্ত গ্রন্থটির অনুবাদ কর্মের সঙ্গে আরো আছেন ব্রাদার্স জেমস এবং ব্রিটিশ কবি ও অনুবাদক জো উইন্টার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ অনুবাদে স্বাধীনভাবে কাজ করেছেন। গীতাঞ্জলি/Song Offerings-এ ১৫৭ টি কবিতা/গান স্থান পেয়েছে। কাব্যটি কবির পরিণত জীবন সঙ্গীতের পবিত্র মাল্য। কাব্যটিতে কবি ঈশ্বরের কাছে নানাভাবে নানামূর্তিতে নিবেদন প্রকাশ করেছেন। গীতাঞ্জলির ১৫৭টি গানের মধ্য থেকে ৫৩টি, ‘গীতিমাল্য’ ১৬টি, 'নৈবেদ্য' ১৫টি, 'খেয়া' ১১টি 'শিশু' ৩টি, 'কল্পনা' ১টি, 'উৎসর্গ' ১টি, 'স্মরণ' ১টি, 'চৈতালী' ১টি এবং 'অচলায়তন' থেকে ১টিসহ মোট ৯টি গ্রন্থের ১০৩টি গান/কবিতার ইংরেজি অনুবাদ Song Offerings নামে নভেম্বর, ১৯১২ সালে ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়।

সোনার তরী

রবীন্দ্র ভাবনার নতুন মাত্রা পেয়েছে 'সোনার তরী' কাব্যে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা এ কাব্যের কবিতাগুলো পদ্মা পাড়ের শিলাইদহে উপস্থিতকালে রচিত। তাই এই কাব্যে পূর্ব বাংলার নৈসর্গিক চেতনা বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কাব্যে আধ্যাত্মিকতা থাকলেও 'সোনার তরী' পর্বে এসে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যোগ হয় জীবন ভাবনা ও নৈসর্গিক চেতনা। এই কাব্যে মোট তেতাল্লিশটি কবিতা রয়েছে। প্রতিটি কবিতায় কবি কোনো এক নিরুদ্দেশের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাই 'সোনার তরী' কে মহাকালের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কবির ভাষায় 'যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী'। অর্থাৎ মানব জীবনের সকল কিছু একদিন যে মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে, সেই সত্তাকে ধারণ করা হলো সোনার তরীর রূপকে ধারণ করা। তিনি অভিমত প্রদান করেন যে, পৃথিবী কেবল মানুষের সৃষ্টি কর্মকে গ্রহণ করে, ব্যক্তিকে নয়। তাই তিনি উচ্চারণ করেন—

"ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই
ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।"

মহাকাল কেবল মানুষের কৃতকর্মকেই গ্রহণ করে তাঁকে নয়, এই চরম দার্শনিক সত্তার পরিচয় কবি তুলে ধরেছেন তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে।

উপন্যাস

চোখের বালি

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হলো চোখের বালি। ধারণা করা হয় এটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯০১-০২ সালে ধারাবাহিকভাবে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'বিনোদিনী' নামে প্রকাশিত হয়। বই আকারে 'চোখের বালি' নামে প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে। মূলত সমাজ ও যুগযুগান্তরাগত সংস্কারের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের বিরোধকে উপজীব্য করে এই উপন্যাসটি রচিত হয়। এর অন্যতম চরিত্র হলো- মহেন্দ্র, আশালতা, বিহারী, বিনোদিনী, রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি।

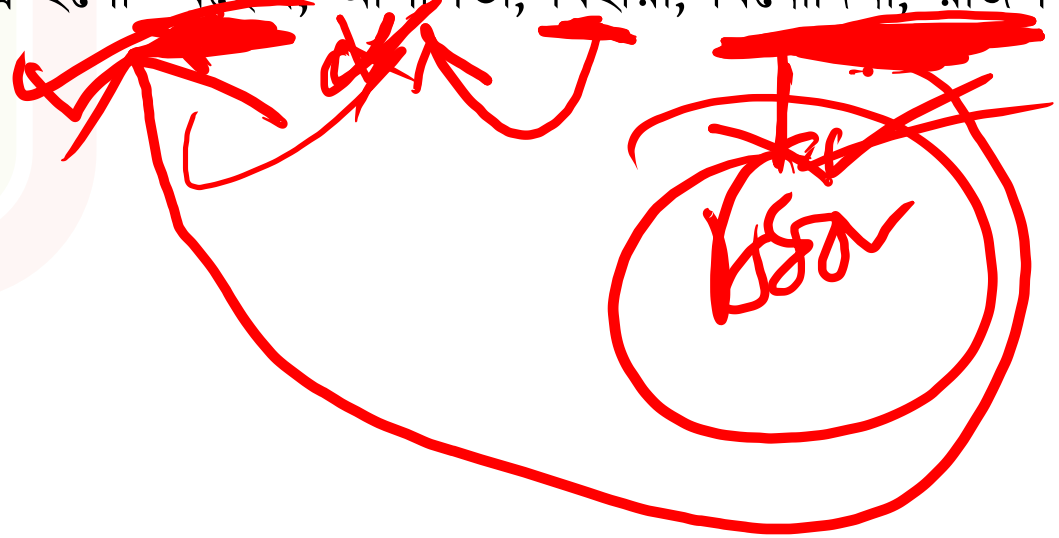

গোরা

রবীন্দ্রনাথের বারোটি উপন্যাসের মধ্যে সর্ববৃহৎ, দ্বন্দ্বমূলক ও জটিল উপন্যাস হলো 'গোরা'। এটি একটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উপন্যাস। এটি ১৮৮০-এর দশকে ব্রিটিশ রাজত্বকালের কলকাতার পটভূমিতে হিন্দু ধর্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পুরোভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থটি রচনা করেন। উপন্যাসটি প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষ্ণদয়ালের পুত্র গৌরিমোহন ওরফে গোরা। কৃষ্ণদয়াল প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষী। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তার মন পরিবর্তন হয়। তিনি একজন গোড়া হিন্দু হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণদয়ালের স্ত্রী আনন্দময়ী। আনন্দময়ী নিঃসন্তান ছিল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় কৃষ্ণদয়াল ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের রক্ষা করেন। তার বাড়িতে আশ্রয়প্রাপ্ত এক আইরিশ নারী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেই মারা যান। নিঃসন্তান আনন্দময়ী ঐ সন্তানকে আপন করে নেয়। তার নাম রাখে গোরা। গোরাও কৃষ্ণদয়ালের প্রথম জীবনের মতো হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে উঠতে শুরু করলে কৃষ্ণদয়াল তাকে প্রকৃত হিন্দুত্ব শেখানোর জন্য শিক্ষক নিয়োগ করেন। ধীরে ধীরে গোরার মন পরিবর্তন হয় এবং একসময় গোরা কৃষ্ণদয়ালের চেয়েও রক্ষণশীল হিন্দু হয়ে ওঠে। গোরার অতি রক্ষণশীলতা কৃষ্ণদয়াল ও আনন্দময়ীকে চিন্তিত করে তোলে। গোরার বাল্যবন্ধু বিনয়। সেও গোরার অতি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিতে পারে না। একসময় গোরা তার চার বন্ধুসহ গ্রাম দর্শনে বের হয়। সেখানে গোরা নিম্নবর্গের হিন্দুদের ওপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে। এছাড়া সে দেখতে পায় হিন্দু নাপিতের ঘরে মুসলমান শিশু প্রতিপালনের চিত্র। গ্রামে ইংরেজ পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় গোরার জেল হয়। একসময় কৃষ্ণদয়াল প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পরলে সে গোরাকে তার পিতৃপরিচয়ের কথা জানায়। নিজ পরিচয় জানার পর গোরার সমস্ত অহংকার চূর্ণ হয়ে যায় এবং তার সুবোধ জাগ্রত হয়। নবচেতনায় উদ্ভাসিত গোরার সাথে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কারও আর বিরোধ থাকে না। সে হয়ে ওঠে একজন ভারতবর্ষীয়।

ঘরে বাইরে

স্বদেশি আন্দোলনকে উপজীব্য করে চলিত ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস হলো ঘরে বাইরে। এটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। এটি ১৯১৫ সালে সবুজপত্র পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিকায় একদিকে জাতিপ্রেম ও সংকীর্ণ স্বদেশিকতার সমালোচনা অন্যদিকে সমাজ ও প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিশেষত পরস্পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ উপন্যাসে। একদিকে বাইরে উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্তেজনা অন্যদিকে তিনটি মানুষের জীবনের টানাপোড়েন- রাজনীতি ও ব্যক্তিগত জীবনের দ্বন্দ্ব এই দুইয়ে মিলে এ উপন্যাস। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র- নিখিলেশ, বিমলা, সন্দীপ প্রমুখ। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিমলা। তাঁর স্বামী নিখিলেশ এলাকার জমিদার। নিখিলেশ ছিলেন আধুনিক মনের মানুষ, তাই স্ত্রীকে পরিধান করিয়েছেন আধুনিক পোশাক এবং তাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ছিলেন বদ্ধ পরিকর। তিনি বিমলাকে ভিতরের জগৎ থেকে বাইরের জগতে এনে পরিচয় করিয়ে দিতে চান তবে তিনি স্থির, গম্ভীর ও সাদামাটা ভাবে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন। নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ স্বদেশি আন্দোলনের নেতা। তাঁর কথার মাধুর্য অল্প সময়েই যেকোনো মানুষের মন জয় করে নিতে পারত। চারদিকে যখন স্বদেশি আন্দোলন তুঙ্গে তখন হঠাৎ করে নিখিলেশের বাড়িতে হাজির হন তার পুরনো বন্ধু সন্দীপ। দুই বন্ধু দুই আলাদা চেতনায় বিশ্বাসী। নিখিলেশ প্রগতিশীল, সন্দীপ প্রতিক্রিয়াশীল।

সন্দীপের নিখিলেশের বাড়িতে আসার কারণও ছিল গ্রামে স্বদেশি আন্দোলনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। তার চরিত্রে কৃতঘ্নতারও চিহ্ন পাওয়া যায়। সন্দীপের বাড়িতে আসার পর স্বামী বাদে প্রথম কোনো পরপুরুষের সঙ্গ পায় বিমলা। সে সন্দীপের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। সন্দীপ সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিমলার কাছ থেকে ছয় হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় আন্দোলনের দোহাই দিয়ে। পরে গ্রামে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়ে সে পালিয়ে যায়। সে অবস্থায় বিমলার সন্দীপের প্রতি দুর্বলতার ভ্রম কাটে। সে তার আন্দোলনের ফাঁকে ধূর্ততা টের পেয়ে যায়। ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে যায়। দাঙ্গা থামাতে গিয়ে নিখিলেশকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়।

শেষের কবিতা

এটি রবীন্দ্রনাথ রচিত রোমান্টিক কাব্য-উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯২৭-১৯২৮ সাল অবধি প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সালে 'Farewell, My Friend' শিরোনামে ইংরেজি অনুবাদ বের হয়। এই উপন্যাসে ১৬টি কবিতা এবং ৩৯৪টি কাব্যচরণ ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলার নবশিক্ষিত অভিজাত সমাজের জীবনকথা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। এই কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র- অমিত রায়, কেতকী, শোভনলাল, লাবণ্য, অবনীশদত্ত প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোট গল্প

পোস্টমাস্টার

এটি 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবি গল্পটি শাহজাদপুর কুঠিবাড়ির পোস্ট অফিসের একটি ঘটনা অবলম্বনে শিলাইদহে বসে লেখেন। এই গল্পের চরিত্র ২টি- পোস্টমাস্টার এবং রতন। গ্রামের নতুন পোস্ট অফিসে কলকাতার একজন পোস্টমাস্টার হিসেবে আসেন। পিতৃমাতৃহীন রতন নামের অনাথ বালিকা পোস্টমাস্টারের কাজকর্ম করার দায়িত্ব পায়। ধীরে ধীরে রতনের সাথে পোস্টমাস্টারের সখ্যতা গড়ে ওঠে। পোস্টমাস্টারের বদলির আদেশ এলে রতন তাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে প্রত্যাখাত হয়। পোস্টমাস্টার চলে যাবার সময় একবার ফেরত গিয়ে রতনকে নিয়ে আসতে চাইলেও পরক্ষণেই তার উপলব্ধি জন্মে- যা এ গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ একটি অমোঘ সত্য উচ্চারণ করে বলেন, "জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী? পৃথিবীতে কে কাহার?"

প্রশ্ন ➤ হৈমন্তী

রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য একটি রচনা হলো ‘হৈমন্তী’। গল্পটি সাধুরীতিতে এবং উত্তমপুরুষের বর্ণনায় লেখা। গল্পকথক অপু গল্পের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হৈমন্তী। হৈমন্তীর আরেক নাম শিশির। তাকে ঘিরেই গল্পের প্লট নির্মিত। গল্পে ওই সমাজের এমন কিছু দুষ্টু ক্ষত চিহ্নিত করা হয়েছে, যার অন্যায় অনুশীলনের নির্মম শিকার হৈমন্তী।

বাঙালি হিন্দু সমাজে যখন এগারো এরপরই মেয়েদের বিবাহের বয়স পার হয়ে গেছে বলে ধরা হয়, তখন সতের বছরের হৈমন্তীকে সমাজ বুড়ি খেতাবই দিয়ে ফেলেছে। তবুও কন্যার বাবা ভালো পাত্রের সন্ধানে সবুর করতে চাইলেন। কিন্তু বরের বাবা সবুর করতে চাইলেন না। সম্পদের লোভে ও বড় অঙ্কের পণ নিয়ে এক সময়ে রাজার ভৃত্য বড়লোক বাপের একমাত্র কন্যা হাত ছাড়া করতে চাইলেন না। মেয়ের বাপের সম্পদের লোভে পুত্রবধূর অধিক বয়স মেনে নিলেও সমাজ তা মেনে নেয়নি। সত্যবাদী হৈমন্তী সবার সামনে শাশুড়ির কথার বিরুদ্ধে নিজের আসল বয়স বলে দিলে সমস্যার শুরু হয়। তবুও একসময় কন্যার বাপের সমস্ত ধনদৌলত পাওয়ার কথা মাথায় রেখে সমস্যা বাড়লো না। যখন সংবাদ আসলো, কন্যার বাপের বিশাল ধনভান্ডারের কাহিনি ভুয়া তখন থেকেই হৈমন্তী শুলে চড়লো। সবাই মিলে তার জীবন নরক বানিয়ে ছাড়লো। যখন হৈমন্তীর বাবা গৌরীশঙ্কর তাকে নিতে আসে, অপুর পরিবার বিবাহের আগের সকল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাকে যেতে দেয় না এবং উল্টো হুংকার ছুড়ে। শেষ পর্যন্ত 'হৈমন্তীর বাবা তাকে না নিয়ে চলে যাওয়ার সময় অপুর কিছুই করার থাকে না। পরবর্তীতে মানসিক যাতনায় অসুস্থ হয়ে হৈমন্তী মারা গেলে অপু আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসে। এভাবেই গল্পের করুন পরিসমাপ্তি ঘটে’।

ছুটি

রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী ছোটগল্পের মধ্যে অন্যতম ছুটি। এই গল্প 'ফটিক' নামের এক বালককে ঘিরে। ফটিক ১২ বছরের এক দুরন্ত গ্রাম্যবালক। একদিন কলকাতা থেকে তার মামা বিশ্বম্ভরবাবু গ্রামে এসে ভাগ্নের অবস্থা দেখে তাকে শহরে ভালো স্কুলে পড়ানোর জন্য নিজের কাছে নিয়ে আসে। কলকাতায় এসে সে বুঝতে পারল তার মামি তাকে গ্রহণ করেনি। মামাতো ভাই-বোনেরা তাকে এড়িয়ে চলে। কেউ তার সাথে মিশতে চায় না। বই না থাকায় স্কুলে মার খেলে একদিন মামিকে বই কিনে দেওয়ার কথা বলে। মামির কটাক্ষে সে খুব কষ্ট পায়। ফটিক জ্বরে আক্রান্ত হলে মামিকে জ্বালাতন করতে চায়নি। গাঁ পোড়া জ্বর নিয়ে কাউকে না বলে বাড়ির উদ্দেশ্যে পালিয়ে যায়। মামা অনেক খোঁজাখুজি করে না পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। গ্রাম থেকে তার মা আসে। ফটিককে খুঁজে পাওয়া যায়। ততদিনে জ্বর আরও বেড়ে অবস্থা আরো খারাপ হলে সে মায়ের কোলে মাথা রেখে বলে ' মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।' এর পরপরই ফটিকের করুণ মৃত্যু হয়।

❑ নাটক

➢ চিত্রাঙ্গদা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা। ১৯৩৬ সালে কলকাতায় অভিনয়ের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত। এই নৃত্যনাট্যটির সঙ্গে ১৮৯২ সালে রচিত চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু ও তত্ত্ব এক ও অভিন্ন। মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা উপাখ্যান নিয়ে কিছু রূপান্তরসহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন কাব্যনাটকটি। মণিপুর রাজকুলে যখন পুত্র সন্তান না হয়ে কন্যা সন্তান চিত্রাঙ্গদার জন্ম হলো রাজা তাকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা, শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতিবিদ্যাও। আর এর ফলে চিত্রাঙ্গদা পুরুষের সবল মানসিকতা নিয়েই বেড়ে উঠতে থাকলেও তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন যখন বার বছরের জন্যে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের সময় ভ্রমণ করতে করতে এলেন মণিপুররাজ্যে তখন চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের প্রেমে অনুরক্ত হলেও বাহ্যিক সৌন্দর্যের অভাবে অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে অগ্রাহ্য করেন। এতে অপমানিত হয়ে চিত্রাঙ্গদা প্রেমের দেবতা মদন এবং যৌবনের দেবতা বসন্তের কাছে প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে রুক্ষ চিত্রাঙ্গদা হয়ে উঠেন অসামান্যা সুন্দরী এবং যথারীতি অর্জুন তার ব্রত ভেঙ্গে সুন্দরী চিত্রাঙ্গদার প্রেমে পড়েন। কিন্তু ক্রমশ চিত্রাঙ্গদার মধ্যে দ্বৈত স্বত্ত্বার দ্বন্দ্ব শুরু হয় এজন্যে যে অর্জুন তাকে বাহ্যিক রূপের কারণে ভালোবাসে যেখানে চিত্রাঙ্গদার প্রকৃত অস্তিত্ব অবহেলিত। এর মধ্যে মণিপুর রাজ্যের বিপদের আভাসে একসময় অর্জুন নারীর মমতায় প্রজা বৎসল, সাহসে শক্তিতে পুরুষের মতো সবল চিত্রাঙ্গদার কথা লোকমুখে জানতে পারে। একজন পুরুষ মনে একজন রমণীয় সবল নারীকে দেখার উদ্‌গ্রীব বাসনায় অর্জুন প্রকাশ করে তার আগ্রহ। চিত্রাঙ্গদাও নিজেকে অর্জুনের কাছে প্রকাশ করে। পরিশেষে এ উপলব্ধি হয় যে, বাহ্যিক রূপের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান মানুষের চারিত্রিক শক্তি এবং এতেই প্রকৃতপক্ষে আত্মার স্থায়ী পরিচয় হয়।

❑ প্রবন্ধ

➤ কালান্তর

প্রবন্ধ সংকলন 'কালান্তর' রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনা। প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ (ইংরেজি ১৯৩৭ অব্দ)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি; দীর্ঘ তেইশ বছরের রবীন্দ্রচিন্তার বিচিত্র বীজশস্য সঞ্চিত রয়েছে এখানে। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ। রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতির নিরিখে ব্যাখ্যার প্রয়াস দেখিয়েছেন তিনি এই গ্রন্থে। তবে সব প্রসঙ্গকে অতিক্রম করে তার রাজনৈতিক চিন্তা ও ভাবধারাই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। সমালোচক শিশিরকুমার দাশের মতে, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতের সামগ্রিক বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। কালের বিবর্তন ভারতবর্ষ ও বিশ্বের জনজীবনে যে পরিবর্তনগুলো নিয়ে এসেছিল, রবীন্দ্রনাথ তার সংবেদনশীল মানসিকতায়, ধীশক্তিতে এখানে সেটি প্রত্যক্ষ করেছেন, শানিয়ে নিয়েছেন আপন চিন্তালোক। এই গ্রন্থে মোট ২৫টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। সেগুলো হলো– কালান্তর, বিবেচনা ও অবিবেচনা, লোকহিত, লড়াইয়ের মূল, ছোটো ও বড়ো, বাতায়নিকের পত্র, শক্তিপূজা, সত্যের আহ্বান, সমস্যা, সমাধান, শূদ্রধর্ম, বৃহত্তর ভারত, হিন্দু-মুসলমান, নারী, কর্মযজ্ঞ, স্বাধিকারপ্রমত্ত, চরকা, স্বরাজসাধন, রায়তের কথা, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', হিজলি ও চট্টগ্রাম, নবযুগ, প্রচলিত দণ্ডনীতি।

সভ্যতার সংকট

মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে নিজের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ রচনা করেন, তার নাম দিয়েছিলেন সভ্যতার সংকট। জন্মোৎসবে সেটি পাঠ করে শোনান ক্ষিতিমোহন সেন। মানব জাতির ইতিহাসে এই সভ্যতার সংকটে তিনি স্বভাবতই বিচলিত ও ক্রুদ্ধ। এই প্রবন্ধ যখন লিখছেন তখন শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যে ইউরোপ এর জ্ঞান বিজ্ঞান একদিন সমগ্র মানব জাতিকে পথ দেখাবে বলে ভাবা হয়েছিল, সেই ইউরোপ আজ সমস্ত পৃথিবীর বুকে ডেকে এনেছে ধ্বংসের তাণ্ডব। নিজেদের ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নখদন্ত বের করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে একে অপরের বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষ সরাসরি এ বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে না পড়লেও, ভারতবর্ষের উপরে যে এই সাম্রাজ্যবাদী লালসার ছায়া সবচেয়ে বেশি মাত্রায় পড়েছে তা যুগস্রষ্টা কবির পক্ষে বোঝা অসম্ভব হয়নি। দীর্ঘ দুশো বছর ধরে ভারতবর্ষ ইংরেজদের দ্বারা পদানত। অথচ ইংরেজরা এই অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী পরিচয়টুকুই সব ছিল না। এই প্রবন্ধে তিনি আরো দেখিয়েছেন, রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে মুসলমান-অমুসলমানে কোনো বিরোধ ঘটে না।

❑ বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো:

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারি দেখার জন্য অনেকবার বাংলাদেশে এসেছেন এবং অবস্থান করেছেন। তাঁর স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো হলো-

- ✓ **দক্ষিণডিহি:** রবীন্দ্রনাথের মা সারদাসুন্দরী দেবীর জন্ম খুলনার দক্ষিণডিহি গ্রামে। এছাড়া তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীও এই গ্রামের মেয়ে।
- ✓ **শিলাইদহ:** শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ খুব বড় একটি সময় অতিবাহিত করেছেন। শিলাইদহ কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার একটি গ্রাম। ১৮৮৯ সালে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে আসেন। এখানের কুঠিবাড়িতে বসেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ- সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি প্রভৃতি রচনা করেন।
- ✓ **শাহজাদপুর:** সিরাজগঞ্জ জেলার একটি থানা হলো শাহজাদপুর। ১৮৯০ সালে জমিদারি পরিদর্শনের কাজে তিনি শাহজাদপুরে আসেন।
- ✓ **পতিসর:** নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার একটি গ্রামের নাম পতিসর। রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার পতিসরে আসেন ১৮৯১ সালে। শেষবার পতিসর পরিদর্শন করেন ১৯৩৭ সালে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❑ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কবি লেখক:

- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:** তিনি ছিলেন অগ্রণী বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- **স্বর্ণকুমারী দেবী:** একজন বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতকার ও সমাজ সংস্কারক। তিনিই ছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য মহিলা সাহিত্যিক।
- **প্রমথ চৌধুরী:** বাংলা সাহিত্যের চলিত রীতির প্রবর্তক হিসেবে প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইঝি জামাতা।
- **ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী:** ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সঙ্গীতশিল্পী, লেখক ও অনুবাদক। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম বি.এ পাশ করেন। ইন্দিরা দেবী'র সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন অনুবাদক।

এছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

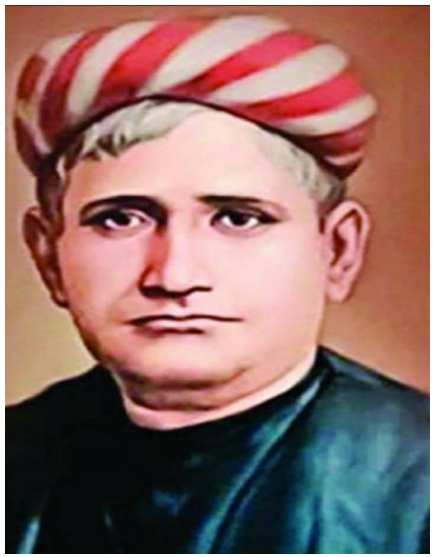

- জন্ম : ১৮৩৮ সালে চব্বিশ পরগনা জেলায়, কাঁঠাল পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- জনক : বাংলা উপন্যাসের জনক / আধুনিক উপন্যাসের জনক।
- উপাধি : সাহিত্য সম্রাট, ঋষি, বাংলার স্কট, রায় বাহাদুর, সি. আই. ই।
- ছদ্মনাম : কমলাকান্ত, রামচন্দ্র, দর্পনারায়ণ, পতিভূণ্ড, হরিদাস বৈরাগী।
- পত্রিকা : বঙ্গদর্শন।
- তিনি ১৫টি উপন্যাস রচনা করেন।

***** বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক**

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাস + রোমান্সমূলক উপন্যাস	
দুর্গেশনন্দিনী*	প্রথম সার্থক উপন্যাস, প্রধান চরিত্র – জগৎসিংহ, ওসমান, আয়েশা, তিলোত্তমা (মোগল পাঠান দ্বন্দ্ব ও প্রেম)। এটি ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়।
কপালকুন্ডলা*	প্রথম রোমান্সধর্মী উপন্যাস, প্রধান চরিত্র – নবকুমার, কপালকুন্ডলা, রূপালিক, মতিবিবি। উল্লেখযোগ্য উক্তি: "তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?" - প্রদীপ নিবিয়া গেল।
চন্দ্রশেখর	রোমান্সধর্মী উপন্যাস, প্রধান চরিত্র – চন্দ্রশেখর-শৈবালিনী, মীর কাশেম।
মৃনালিনী	মগধের রাজপুত্র হেমচন্দ্রের সঙ্গে মৃণালিনীর প্রণয় এবং দেশ রক্ষার জন্য হেমচন্দ্রের সংকল্প ও ব্যর্থতা।
সামাজিক উপন্যাস	
কৃষ্ণকান্তের উইল*	প্রধান চরিত্র – রোহিণী, গোবিন্দলাল, ভ্রমরের ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী।
বিষবৃক্ষ*	প্রধান চরিত্র- নগেন্দ্র, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী।
মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস	
রজনী*	মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস, প্রধান চরিত্র – রজনী ও শচীন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাসমূলক উপন্যাস	
রাজসিংহ*	শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস, বিষয়বস্তু: আওরঙ্গজেব ও রাজপুত্র রাজা রানা সিংহের মধ্যে যুদ্ধ।
দেশপ্রেমমূলক ও তত্ত্বপ্রধান মূলক উপন্যাস	
আনন্দ মঠ*	বিষয়বস্তু: ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ‘বন্দে মাতরম’ এ উপন্যাসের অন্তর্গত।
দেবী চৌধুরাণী*	‘দেবী চৌধুরাণী’ হচ্ছে রংপুরের পীরগাছার জমিদার; রংপুর অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহ; ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন এর নেত্রী
সীতারাম*	এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এটি তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস।
ছোট উপন্যাস/নভেলা	
ইন্দিরা	
যুগলাঙ্গুরীয়	

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রবন্ধগ্রন্থ:
কমলাকান্তের দপ্তর: ব্যঙ্গাত্মক রম্য রচনা, নক্‌শা জাতীয় হালকা সরস রচনা, ডিকুইনসির ‘confession of an opium eater’ এর অনুকরণে লেখা।
মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত: ব্যঙ্গাত্মক রম্য রচনা।
ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন
কৃষ্ণচরিত
সাম্য: গ্রন্থটি লেখক বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন।
বিজ্ঞান রহস্য: তার বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ
লোকরহস্য
বিবিধ প্রবন্ধ
কাব্যগ্রন্থ
ললিতা তথা মানস (১৮৫৬) – প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

আনন্দ মঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম – ত্রয়ী উপন্যাস

❑ দুর্গেশনন্দিনী

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী। উপন্যাসটি মূলত রচিত হয় ১৮৬২ - ১৮৬৩ সালে এবং প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে। উপন্যাসটির উল্লেখযোগ্য চরিত্র- জগৎসিংহ, আয়েশা, তিলোত্তমা ও বিমলা ইত্যাদি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে উড়িষ্যার মালিকানা নিয়ে পাঠান ও মোঘল সংঘর্ষের পটভূমিতে রচিত হয় এই উপন্যাস। দিল্লিশ্বরের প্রধান সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহর পুত্র জগৎসিংহ বিষ্ণুপুর থেকে মান্দারণ যাত্রাকালে ঝড়ের কবলে পড়ে এবং শৈলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে আশ্রয় নিলে ঘটনাচক্রে মান্দারণ দুর্গাধিপতি জয়ধর সিংহের পুত্র বীরেন্দ্র সিংহের স্ত্রী বিমলা ও তাঁর কন্যা তিলোত্তমার সাথে সাক্ষাত হয়। অতঃপর সাক্ষাতকালে জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু পাঠান সেনাপতি ওসমান খাঁ কর্তৃক মান্দারণ দুর্গ অধিকার করা হলে বিমলা, জগৎসিংহ ও তিলোত্তমা তার কাছে বন্দি হয়। ওসমান খাঁ তাঁর প্রহসনমূলক বিচারে বীরেন্দ্র সিংহকে হত্যা করে। বীরেন্দ্রের স্ত্রী বিমলা পতিহত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ পাঠান নবাব কতলু খাঁ কে হত্যা করে। পাঠানেরা কুমার জগৎসিংহের মাধ্যমে অম্বররাজ মানসিংহের সাথে সন্ধি করেন। অপর দিকে কতলু খাঁর কন্যা আয়েশা জগৎসিংহের প্রেমে পড়েন কিন্তু আয়েশা প্রণয়ী ওসমান এ কথা জানতে পারলে জগৎ সিংহের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। পরিশেষে, মান্দারণ পুনরায় স্বাধীন হলে অম্বররাজ মানসিংহের মাধ্যমে বিমলার হাতে রাজ্যপাঠ হয় এবং জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার মিলন ঘটে।

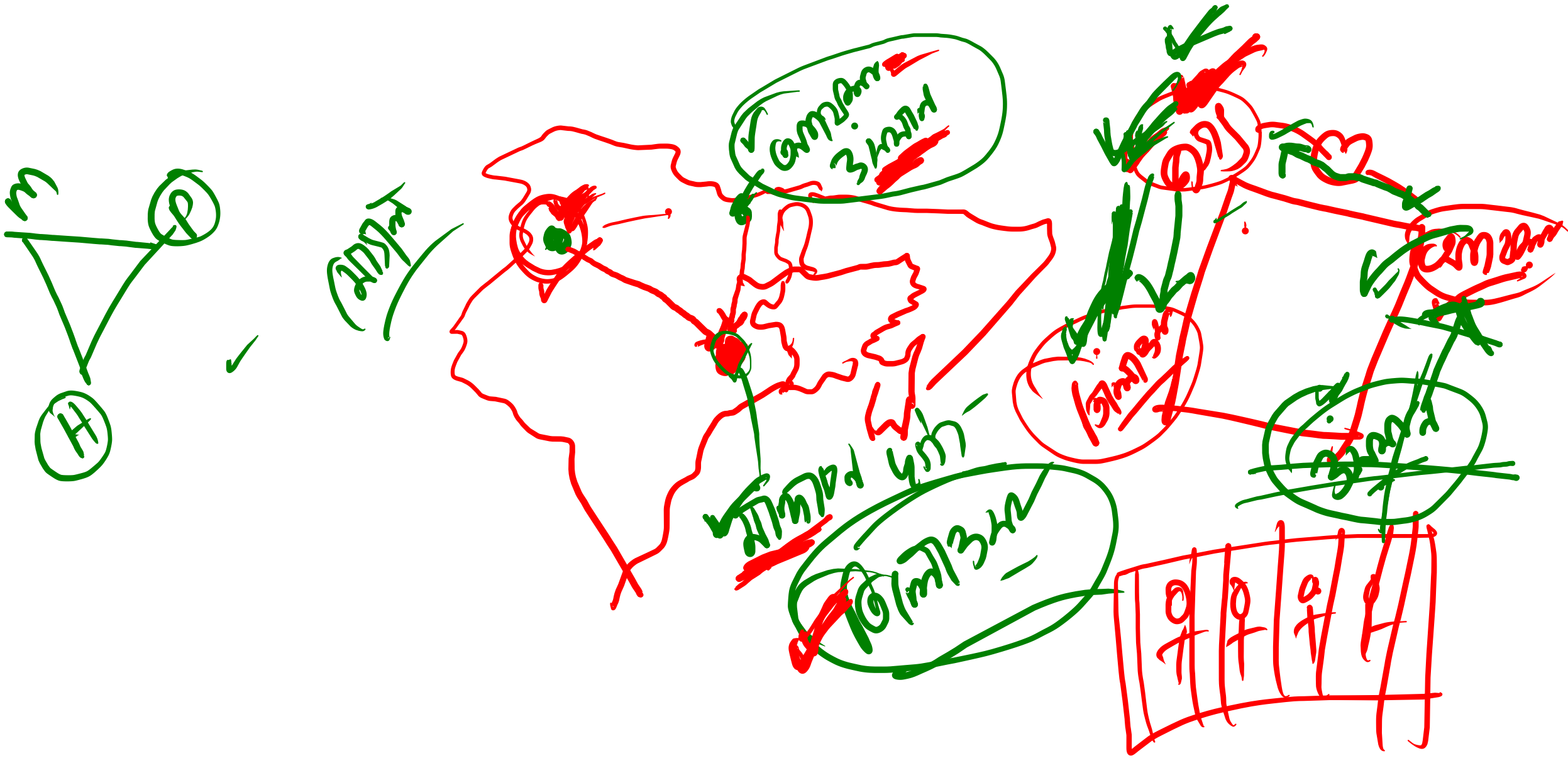

❑ কপালকুণ্ডলা

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস কপালকুণ্ডলা। উল্লেখযোগ্য চরিত্র যেমন- নবকুমার শর্মা, কাপালিক, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি, শ্যামা-সুন্দরী ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নবকুমার এক জনবিচ্ছিন্ন দ্বীপে আটকে পড়েন। পরে সেখানে থাকা এক কাপালিক তাকে বলি দিতে চাইলে কাপালিকের পালিত কন্যা কপালকুণ্ডলা তাকে পালিয়ে জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেন। অতঃপর স্থানীয় মন্দিরের অধিকারীর সহায়তায় নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বিয়ে করে তার নিজ গ্রামে নিয়ে আসেন। জন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বড় হওয়া কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে সমাজের মানুষের আচরণ সম্পর্কে ধারণা পান। নবকুমার কপালকুণ্ডলার নাম বদলে রাখেন মৃন্ময়ী। তবে নবকুমার এর প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী সপরিবারে মুসলমান হলে তারা আগ্রা চলে যান। পথে নবকুমারের সাথে পদ্মাবতীর সাক্ষাত হলে পুনরায় নবকুমারকে স্বামী রূপে গ্রহণ করতে চাইলে নবকুমার তাকে প্রত্যাখান করেন। ফলে কাপালিক তার পালিত কন্যা কপালকুণ্ডলা কে ফিরিয়ে পাওয়া ও পদ্মাবতীর পুনরায় তার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। পরে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে কপালকুণ্ডলার ও নবকুমার এর মধ্যে চরম মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে উভয়ের জীবন চরম উপসংহারে উপনীত হয়।

❑ কমলাকান্তের দপ্তর

- ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি ব্যক্তিধর্মী প্রবন্ধ-সংকলন।
- এটি একটি ব্যঙ্গাত্মক রম্য রচনা।
- এর প্রবন্ধগুলি প্রথম ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল: ১৮৭৫।
- ইংরেজি সাহিত্য সমালোচক ডিকুইনসির ‘Confession of an English Opium Eater’ এর অনুসরণে এটি লেখা।
- গ্রন্থটি কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র, কমলাকান্তের জবানবন্দি- এ তিনটি প্রবন্ধের সংকলন।
- কমলাকান্ত নামক আফিমখোর, খ্যাপাটে কিন্তু চিন্তাশীল ও কবিপ্রতিভাসম্পন্ন এক চরিত্রের জবানিতে প্রবন্ধগুলো রচিত।

❑ বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাসে দেশাত্মবোধ ও স্বজাত্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' এই তিনটিকে একত্রে বলা হয় ত্রয়ী উপন্যাস। এদের রাজনৈতিক উপন্যাসের পর্যায়ে স্থান দেওয়া হয়।

➢ আনন্দমঠ

- ✓ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক রচিত হয়।
- ✓ এটি প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে।
- ✓ উল্লেখযোগ্য চরিত্র – ভবানন্দ, কল্যাণী, মহেন্দ্র সিংহ।
- ✓ উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতি ও ধর্মপ্রীতি প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে।
- ✓ এটি কোন ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। এর কাহিনী কল্পিত কিন্তু অবিশ্বাস্য নয়।
- ✓ এই গ্রন্থে তিনি 'বন্দে মাতরাম' গানের ব্যবহার করেছেন।
- ✓ উপন্যাসটি ১৯০৭ সালে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'The Abbey of Bliss' নামে এবং ১৯১০ সালে শ্রী অরবিন্দ 'Ananda Math' নামে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

➢ সীতারাম

- ✓ একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস।
- ✓ প্রথমে এটি প্রচার পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১২৯১ – মাঘ, ১২৯৩; মাঝে কয়েকমাসের বিরতি সহ) প্রকাশিত হয়।
- ✓ এই উপন্যাসে নিষ্কাম ধর্মের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে।
- ✓ বঙ্কিমের ধর্ম চিন্তা এই উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

➢ দেবী চৌধুরাণী

- ✓ উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে।
- ✓ দেবী চৌধুরাণী প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র নিজে জানিয়েছিলেন, "ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভান করি নাই... দেবী চৌধুরাণীরও ঐরূপ (অর্থাৎ আনন্দমঠের মতো) তবে, এখানে একটু ঐতিহাসিক মূল আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস হলো 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'। আনন্দমঠ উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচিত। এখানে অন্তর্ভুক্ত 'বন্দেমাতরম' সংগীত পরাধীন জাতির বীজ মন্ত্র। বাংলাদেশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসটি। মহেন্দ্র, কল্যাণী, ভবানন্দ , সত্যানন্দ , জীবানন্দ, নিমাই প্রভৃতি চরিত্রের উপস্থাপনায় দেশাত্মবোধক এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেশ, সমাজ , ধর্ম ও জাতীয়তা সম্পর্কে নতুন ভাবনা ও আত্মদর্শন প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে সূক্ষ্ম ধর্মীয় অনুভূতি ও হিন্দু সমাজের সামাজিক আচার-আচরণ ও নানা তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলার স্কট বলার কারণ

উপন্যাসের প্রাথমিক প্রচেষ্টার বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার কালাতিক্রমের পর বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রাপ্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক জীবনে মোট ১৫টি উপন্যাস রচনা করেছেন। এর মধ্যে একটি ইংরেজি ভাষার উপন্যাস ছিল। এসব উপন্যাসে বাঙালির অতীত ইতিহাস যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি ব্যক্ত হয়েছে সমকালীন সমাজ জীবনের কথা। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া এবং দীর্ঘদিন ব্রিটিশদের অধীনে কাজ করার ফলে ব্রিটিশদের চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির কিছু প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। ওয়াল্টার স্কটের ইংরেজি উপন্যাসের আদলকে আদর্শ ধরেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাস রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-

‘বঙ্কিমচন্দ্র কথাসাহিত্যের রূপের আদর্শ পাশ্চাত্য লেখকদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন’

তার উপন্যাসের সব চরিত্রের সাথে স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত কবি ও ঔপান্যাসিক ওয়াল্টার স্কটের স্পষ্ট ছাপ থাকায় তাঁকে ‘বাংলা সাহিত্যের ওয়াল্টার স্কট’বলা হয়।

আল্লাহ হাফিজ

BCS কঠিন নয়; প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy